শিক্ষকদের তীব্র আপত্তির মুখে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে অভিন্ন শিক্ষক নিয়োগ ও পদোন্নতি নীতিমালা এখনই বাস্তবায়নের চিন্তা থেকে সরে আসছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়। নীতিমালা নিয়ে শিক্ষকদের তোলা আপত্তির বিষয়গুলো ভালভাবে পর্যালোচনা করে দেখা হবে। এ বিষয়ে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের মতামত নেয়া হবে।

শিক্ষকদের মধ্যে অসন্তোষ ছড়িয়ে পড়ার প্রেক্ষাপটে গতকাল পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির জোট বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি ফেডারেশনের সঙ্গে শিক্ষামন্ত্রী ডা. দীপু মনি ও উপমন্ত্রী ব্যারিস্টার মহিবুল হাসান চৌধুরীর বৈঠকে এসব সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। বৈঠকে শিক্ষকরা নীতিমালার বিষয়ে তাদের আপত্তির কথা জানান। শিক্ষকদের আপত্তির মুখে শিক্ষামন্ত্রী ডা. দীপুমনি বলেছেন, এ বিষয়ে আগামী নভেম্বরে ফের বৈঠক হতে পারে। তার আগে প্রকাশিত খসড়া নীতিমালায় কোথায় আপত্তি এবং কী করলে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক নিয়োগ প্রক্রিয়া উন্নত হবে তার কৌশল বের করতে শিক্ষকদের ওপরই দায়িত্ব দিয়েছেন মন্ত্রী।

দুপুর আড়াইটায় শুরু হওয়া প্রায় তিন ঘণ্টাব্যাপী ওই বৈঠকে শিক্ষকরা বলেন, বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক নিয়োগের নামে অভিন্ন নীতিমালা করতে চাইছে তাতে শিক্ষকদের শেকল দিয়ে বেঁধে দেয়ার শামিল। অভিন্ন এই নীতিমালা গ্রহণযোগ্য নয়। এর আগে কদিন ধরেই নতুন নীতিমালা নিয়ে অসন্তোষ বাড়ছিল বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের মাঝে। পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে অভিন্ন শিক্ষক নিয়োগ ও পদোন্নতি নীতিমালা চূড়ান্ত হওয়ার আগেই এ নিয়ে অসন্তোষ ছড়িয়ে পরে। আলাদা আলাদাভাবে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের (ইউজিসি) সুপারিশে করা এ নীতিমালার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিক্রিয়া জানিয়েছে শিক্ষক সমিতিগুলো। প্রায় প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির নেতাদের নীতিমালা প্রত্যাখ্যান করে একে 'অভিন্ন নীতিমালার নামে দেশকে মেধাশূন্য করার নীলনকশা' হিসেবে অভিহিত করেছেন। সরকারকে বেকায়দায় ফেলতেই অগ্রহনযোগ্য এ নীতিমালা সামনে আনা হয়েছে বলেও অভিযোগ তোলেন শিক্ষকরা।

জানা গেছে, গত কয়েক বছর ধরে ইউজিসি একটি অভিন্ন নীতিমালার চেষ্টা করে যাচ্ছিল। কিন্তু নিজস্ব আইনে চলা প্রত্যেক বিশ^বিদ্যালয়কে এক নীতিতে আবদ্ধ করার পক্ষে শিক্ষক ও শিক্ষাবিদদের অবস্থান না থাকায় ইউজিসির উদ্যোগ ব্যর্থ হয়েছে। তবে এ ধরনের নীতিমালা বিরুদ্ধে অসন্তোষ থাকার মধ্যেই প্রায় এক বছর ধরে আবার বিষয়টি নিয়ে কাজ শুরু করে শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও ইউজিসি। প্রথম দিকে শিক্ষকদের কোন প্রতিনিধিও ছিলেন না এ প্রক্রিয়ায়। এক পর্যায়ে সব বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য 'ন্যূনতম' অভিন্ন নিয়োগ ও পদোন্নতি নীতিমালা নাম দিয়ে প্রক্রিয়ায় শিক্ষক প্রতিনিধিও রাখা হয়। কিন্তু শিক্ষকদের পক্ষ থেকে সব সময়েই এ ধরনের উদ্যোগের প্রতিবাদ এসেছে।

সম্প্রতি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে অভিন্ন পদ্ধতিতে শিক্ষক নিয়োগ ও পদোন্নতি নীতিমালার খসড়া তৈরির কথা জানায় শিক্ষা মন্ত্রণালয়। শিক্ষামন্ত্রী ডা. দীপু মনির সভাপতিত্বে এক সভায় বিষয়টি চূড়ান্ত করা হয়। এতে নতুন করে বাংলাদেশি অথবা বিদেশি শিক্ষক চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ দেয়ার বিষয়টিও যুক্ত করা হয়।

ওই সভায় মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগের সিনিয়র সচিব মো. সোহরাব হোসেন, অতিরিক্ত সচিব (বিশ্ববিদ্যালয়) আবদুল্লাহ আল হাসান চৌধুরী, বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের (ইউজিসি) চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. কাজী শহিদুল্লাহ, ইউজিসির মেম্বার (বিশ্ববিদ্যালয়) অধ্যাপক দিল আফরোজা বেগম, ইউজিসির পরিচালক (পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়) মো. কামাল উপস্থিত ছিলেন।

অভিন্ন নীতিমালাটি সভায় প্রজেক্টরের মাধ্যমে ইউজিসির পক্ষ থেকে উপস্থাপন করা হয়। খসড়া নীতিমালায় শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে যোগ্যতা হিসেবে প্রভাষক পদে নিয়োগের জন্য উচ্চতর ডিগ্রিতে সিজিপিএ-৩ দশমিক ৫ ও চারুকলা বিষয়ে ৩ দশমিক ২৫ প্রস্তাব করা হয়েছে। নিয়োগের জন্য লিখিত-মৌখিক পরীক্ষা আয়োজনের কথা খসড়া নীতিমালায় বলা হয়। তবে বলা হয়, প্রভাষকের পরের পদগুলোতে নিয়োগের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ আলোচনা সাপেক্ষে নিয়োগ দিতে পাববে।

সভা শেষে মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব আবদুল্লাহ আল হাসান চৌধুরী বলেন, অভিন্ন নীতিমালা শিক্ষামন্ত্রী অনুমোদন দিয়েছেন। তবে একটি বিষয় যুক্ত করতে বলা হয়েছে। খসড়া নীতিমালাটি চূড়ান্ত করা হয়েছে।

নতুন করে একটি বিষয় যুক্ত করে এটি প্রধানমন্ত্রীর অনুমোদনের জন্য কেবিনেট অথবা প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে পাঠানো হতে পারে। প্রধানমন্ত্রীর অনুমোদনের পর ইউজিসি থেকে একটি প্রজ্ঞাপন জারির মাধ্যমে তা বাস্তবায়ন করা হবে।

মন্ত্রণালয়ের এ উদ্যোগের খবর প্রকাশ হওয়ার পর থেকেই ক্রমে অসন্তোষ বাড়ছিলো সব পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের মাছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে শুরু করে প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরাই প্রতিবাদে স্বোচ্চার হন। বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রতিবাদ কর্মসূচিও শুরু করেন শিক্ষকরা।